একদিন আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় আচমকা এক রোমান বেদুইন লোক তাঁর একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল

"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল)।

হযরত ওমর (রা.) কিছুটা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,*"কী ব্যাপার?"*

লোকটি বলল, *"আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি।"*

হযরত ওমর (রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, *"হঠাৎ এভাবে ইসলাম কবুল করার পেছনে বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?"*

লোকটি তখন এক অসাধারণ পটভূমি তুলে ধরে বলল:

"আসল ব্যাপার হলো, আমি তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসুলদের বহু কিতাব খুব গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু কিছুদিন আগে আমি এক মুসলিম বন্দীকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনি।

আয়াতটি শোনার পর আমি স্তব্ধ হয়ে যাই! আমার মনে হলো, এই একটিমাত্র ছোট আয়াতের ভেতরে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সকল প্রাচীন কিতাবের মূল নির্যাস ও জ্ঞানকে একসাথ করে দিয়েছেন।

তখনই আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এই বাণী কোনো মানুষের নয়, এটি নিশ্চিতভাবেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।"

হযরত ওমর ফারুক (রা.) কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সেটি কোন আয়াত?"

তখন সেই রোমান বেদুইন পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নূরের ৫২ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত করল:

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاۤىِٕزُوْنَ

অর্থ: "আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, তারাই হলো সফলকাম।"

আয়াতটি পড়ার পর সেই রোমান ব্যক্তি খলিফার সামনে এর এমন একটি চমৎকার ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তুলে ধরল, যা সত্যিই শোনার মতো। সে বলল:

مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ (যারা আল্লাহর আনুগত্য করে)

এটি মূলত আল্লাহর সমস্ত ফরজ হুকুম ও বিধানাবলী পালন করার সাথে সম্পর্কিত।

وَرَسُوْلَهٗ (এবং তাঁর রাসুলের)

এটি প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাহ ও আদর্শ অনুসরণের সাথে সম্পর্কিত।

وَيَخْشَ اللّٰهَ (এবং আল্লাহকে ভয় করে)

এটি মানুষের পেছনের জীবনের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ অতীতে যে জীবন কেটে গেছে তার গুনাহের জন্য আল্লাহর শাস্তির ভয় রাখা।

وَيَتَّقْهِ (এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে)

এটি মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ জীবনের বাকি দিনগুলোতে যেন কোনো পাপ না হয়, সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

বেদুইন লোকটি কথা শেষ করে বলল, *"যখন কোনো মানুষ এই চারটি বিষয়ের ওপর পুরোপুরি আমল করবে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ (তারাই সফলকাম) বলে সুসংবাদ দেবেন।*

আর সফলকাম তো সেই ব্যক্তি, যে জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে নিজের স্থায়ী ঠিকানা গড়ে নিতে পেরেছে।"

রোমান বেদুইনের মুখে এই চমৎকার ব্যাখ্যা শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন কিছু সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থপূর্ণ শব্দ বা বাক্য দান করেছেন, যার শব্দগুলো দেখতে ছোট হলেও এর ভেতরে লুকানো অর্থ ও ভাবার্থ অত্যন্ত বিস্তৃত।"

© Salman Farsi

সূত্র: তাফসীরে কুরতুবী

https://www.facebook.com/share/p/18o2q5uMhS/